যুগান্তর

তারিখ 03 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

এইচএসসিতে ঝরে পড়েছে উনিশ ভাগ শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

এইচএসসি পর্যায়ে ড্রপআউটের (ঝরেপড়া) হার প্রায় ১৯ ভাগ। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য দু'বছর আগে নিবন্ধন করেছিল সর্বমোট ১১ লাখ ২৬ হাজার ৪৮১ জন। এদের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছে ৯ লাখ ১৬ হাজার ৫৬৮— অর্থাৎ ২ লাখ ৯ হাজার ৯১৩ জনই ঝরে পড়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ড্রপআউটের এটাও প্রকৃত চিত্র নয়। প্রকৃত চিত্র আরও করুণ। কেননা, ২০১২ সালে যারা এসএসসি পাস করেছে, তাদের সবাই যেমন একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়নি; আবার যে সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, তাদের সবাই বোর্ডে নিজের নাম নিবন্ধনও করেনি। সে হিসাবে নিবন্ধনের আগে আরও দু'ধাপে কিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ড্রপআউটের হার শূন্যতে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। কোনো দেশই তা পারেনি, পারবেও না। তিনি বলেন, দারিদ্র্যসহ নানা কারণে শিক্ষার্থী ড্রপআউট করে। এর কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। সে অনুযায়ী পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। আরও জানান, ড্রপআউটের হার আগের চেয়ে কমেছে। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা আরও হ্রাস পাবে।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় সংগঠন আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম জানান, এইচএসসি পর্যায়ে যেসংখ্যক শিক্ষার্থী এবার ড্রপআউট করেছে, তার বেশির ভাগই ছাত্রী। সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো ছাত্রী এলে তাদের বিয়ে দেয়ার প্রবণতা রয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। বিয়ে

শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষার্থী : উনিশ ভাগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়ে গেলে অনেক ছাত্রী আর শিক্ষায় স্বাভাবিক স্রোতধারায় থাকতে পারে না। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক এবং বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, বর্তমানে ৩০ ভাগ ছাত্রী আর ১০ ভাগ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেয়া হয়। স্নাতক পর্যায়েও ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এই স্তরের উপবৃত্তির প্রধান শর্তই হচ্ছে ছাত্রীকে অবিবাহিত হতে হবে। এর বাইরে বিনামূল্যে বই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এতকিছু করার পরও ছাত্রীদের ড্রপআউট হার বেড়ে যাচ্ছে, যা উদ্বেগজনক।

তিনি ড্রপআউটের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, দারিদ্র্যের বাইরে সামাজিক নিরাপত্তা, ইভটিজিং, অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব এবং বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা অন্যতম দায়ী। নিরাপত্তার অভাবে অনেক মেয়েকেই বাবা-মা বিয়ে দেন। তখন শিক্ষাজীবন বিঘ্নিত হয়। তিনি বলেন, দারিদ্র্য যখন সামনে আসে, তখন একজন অভিভাবক ছেলেটিকে লেখপড়ায় রেখে মেয়েকে বিয়ে দেন বা লেখাপড়ার বাইরে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, উপবৃত্তি ছাত্রীদের জেএসসি-এসএসসি পর্যায়ে ধরে রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু এইচএসসি পর্যায়ে নিরাপত্তাটা জরুরি। তাই ছাত্রী ড্রপআউট রোধে তিনি আইনশৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের পাশাপাশি ইভটিজিং বন্ধ, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সমাজকে এগিয়ে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে হবে। বর্তমানে ৬৭ ভাগ এ ধরনের বিয়ে রয়েছে।

এবার যে ২ লাখ ৯ হাজার ৯১৩ জন শিক্ষার্থী ড্রপআউট করছে, তারমধ্যে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩ জনই ছাত্রী। আর ছাত্রের সংখ্যা ৯৮ হাজার ২৪০ জন। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৫০ হাজার ৮৯১, রাজশাহী বোর্ডে ২১ হাজার ৫৪০, কুমিল্লা বোর্ডে ২৫ হাজার ৪৯৪, যশোর বোর্ডে ২৩ হাজার ৬৬১, চট্টগ্রাম বোর্ডে ১১ হাজার ৭৯৫, বরিশাল বোর্ডে ১০ হাজার ৫৫৫, সিলেট বোর্ডে ৭ হাজার ১১৮, দিনাজপুর বোর্ডে ১৮ হাজার ৮২, মাদ্রাসা বোর্ডে ৩০ হাজার ১৫৩ এবং কারিগরি বোর্ডে ৯ হাজার ৯৯৪ ও ঢাকা বোর্ডের অধীন ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজে (ডিআইবিএস) ৬৩০ জন। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সংখ্যাতত্ত্বে ড্রপআউটে ঢাকা বোর্ড এগিয়ে থাকলেও শতকরার হিসাবে সবচেয়ে বেশি ড্রপআউট করছে কুমিল্লা অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা। সেখানে মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় ড্রপআউট করে সাড়ে ২৪ ভাগের বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাদ্রাসা বোর্ড। এই হার সাড়ে ২৩ ভাগ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যশোর অঞ্চল, সাড়ে ২১ ভাগ। সাধারণ শিক্ষায় সবচেয়ে কম ঝরে পড়ে সিলেট অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা, মাত্র ১২ দশমিক ৫৮ [illegible] কারিগরিতে এই হার ৯ দশমিক [illegible] ভাগ।